ই - সংবাদ

।। প্রেস রিলিজ - তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর - ত্রিপুরা সরকার - ২৯/১১/২০১৭ ।।

জিরানীয়ায় ৮ হে: এলাকায় টি পি এস আলু চাষ

জিরানীয়া, ২৯ নভেম্বর।। চলতি অর্থবছরে জিরানীয়া ব্লকের মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ৩৫ জন এবং পুরাতন আগরতলা ব্লকের পূর্ব নোয়াগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের ৪৮ জন কৃষকের হেক্টর জমিতে টি পি এস আলু চাষ করা হয়েছে। মজলিশপুর কৃষি শাখার আধিকারিক এ সংবাদ দিয়ে নানান, আলু চাষে কৃষি দপ্তরের ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ১০ হাজার টাকা। শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ৩৩৫টি। কৃষি আধিকারিক আরও জানান, এবছর ৮ হেক্টর জমিতে ২০০ টন আলুবীজ উৎপাদনের লক্ষ মাত্রা নেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে ৮০ টন আলুবীজ কৃষি দপ্তর ২৫ টাকা কেজি ধরে কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করবে।

রূপাইছড়িতে পাকা শৌচালয়

রূপাইছড়ি, ২৯ নভেম্বর।। রূপাইছড়ি ব্লকের ১৮টি এডিসি ভিলেজ এলাকার ২২৪৬টি বি.পি.এল পরিবারকে ভুক্ত স্বচ্ছভারত মিশন এবং এম.জি.এন রেগার মাধ্যমে পাকা শৌচালয় তৈরী করে দেওয়ার কাজ চলছে। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত ১৫২২ টি শৌচালয় তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। এদিকে, এই কর্মসূচিতে ব্লকের এ.পি.এল ভুক্ত ৩২৫টি পরিবারকে পাকা শৌচালয় তৈরী করে দেওয়ার কাজ চলছে। ইতিমধ্যে ২৮৫টি শৌচালয় তৈরীর কাজ শেষ হয়েছে। সংশ্লিষ্ট ব্লক কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

পেঁচারথলে বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষে কর্মশালা অনুষ্ঠিত

কাঞ্চনপুর, ২৯ নভেম্বর।। কাঞ্চনপুর মহকুমা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে পেঁচারথল কমিউনিটি হলে আয়োজিত পেঁচারথল ব্লক ভিত্তিক বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ মূলক কর্মশালা সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় ১০০ জন মৎস্য চাষী অংশগ্রহণ করেন। নিবিড় মৎস্য চাষ, সু-সংহত মৎস্য চাষ, মাছের রোগ প্রতিরোধ বিষয়ের উপর কর্মশালায় আলোচনা হয়। কর্মশালায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কাঞ্চনপুর মহকুমা মৎস্য তত্ত্বাবধায়ক দিলীপ দেববর্মা এবং পেঁচারথল মৎস্য আধিকারিক যমুনা দেববর্মা। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন নবিনছড়া এ.ডি.সি ভিলেজের ভাইস চেয়ারম্যান রাঘাবী চাকমা। সভাপতিত্ব করেন পূর্ব আন্দারছড়া এ.ডি.সি ভিলেজের চেয়ারম্যান দুর্গাদেবী চাকমা।

বি এ ডি পি ও এন আর ডি ডব্লিউ প্রকল্পে পানীয় জলের ব্যবস্থা

বিশালগড়, ২৯নভেম্বর।। বিশালগড় ও চড়িলাম ব্লক এলাকায় পানীয় জলের সুবিধার্থে পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তর থেকে বি এ ডি পি এবং এন আর ডি ডব্লিউ প্রকল্পে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণের কাজ চলছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিশালগড় ব্লকের অধীন রাস্তারমাথা ও পাথালিয়াতে ২টি এবং চড়িলাম ব্লকের শোভাঠাকুর ও ললিতঠাকুর পাড়ায় ২টি ডিপ টিউবওয়েল বসানোর প্রক্রিয়া চলছে। এছাড়া, এন আর ডি ডব্লিউ প্রকল্পে বিশালগড় ব্লকের মধুপুর, কামথানা বাজার, গজারিয়া, কমলাসাগর চা বাগান, কেন্দ্রীয় সংশোধনাগার এবং চড়িলাম ব্লকের নেতাজী কলোনী ও রাধানগরে ডিপ টিউবওয়েল বসানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। চড়িলাম ও বিশালগড় ব্লক এলাকায় ১৮টি স্মলবোর বসানোর কাজ চলছে। পাশাপাশি চড়িলাম ব্লকে ৬.১৫ কি:মি: এবং বিশালগড় ব্লক এলাকায় ১৪.২৯ কি:মি: পানীয় জলের পাইপ লাইন বসানোর কাজ চলছে। সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিশালগড় কাযনির্বাহী বাস্তকারের কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

কাঞ্চনপুরে বিজ্ঞান ভিত্তিক মাছ চাষে প্রশিক্ষণ

কাঞ্চনপুর, ২৯ নভেম্বর।। কাঞ্চনপুর মহকুমা মৎস্য তত্বাবধায়ক কার্যালয়ের উদ্যোগে আনন্দবাজার কমিউনিটি হলে তিন দিন ব্যাপী বিজ্ঞান ভিত্তিক মৎস্য চাষের উপর প্রশিক্ষণ শিবির সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়। দশদা ব্লকের অধীন খাকচাং, পূর্ব ভান্ডারিমা, পশ্চিম ভান্ডারিমা এবং কালাপানি এ ডি সি ভিলেজের ১০০ জন মৎস্য চাষী প্রশিক্ষণ শিবিরে অংশগ্রহণ করে। শিবিরে স্ব-সহায়ক দল, জে.এফ.এম.সি, হার্ডকোর জুমিয়া এবং মৎস্য চাষী যাদের আধাকানি মাছ চাষের এলাকা রয়েছে তাদেরকেই এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তিনদিন ব্যাপী এই প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্বোধন করেন কালাপানি এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান তথা দশদা সাব জোনাল উন্নয়ন কমিটির চেয়ারম্যান মন্ত্রজয় রিয়াং। সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ভান্ডারিমা এ ডি সি ভিলেজের চেয়ারম্যান জয়ন্ত কুমার রিয়াং। প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন মৎস্য তত্বাবধায়ক দিলীপ দেববর্মা এবং আধিকারিক সঞ্জিত দেববর্মা।

ধলাবিল পঞ্চায়েতে রেগায় নানা কাজ

খোয়াই, ২৯ নভেম্বর।। খোয়াই ব্লকের ধলাবিল গ্রাম পঞ্চায়েতে চলতি অর্থবছরে এম জি এন রেগার মাধ্যমে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ বাস্তবায়িত হয়েছে। এর মধ্যে এই পঞ্চায়েতে ১৫টি সেচনালা, ৯টি রাবার বাগানের জমি তৈরী করার কাজে ব্যয় হয়েছে ২৭ লক্ষ ১৮ হাজার ৭২০ টাকা। শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে ১৫,৩৬০টি। প্রধান মন্ত্রী আবাসন যোজনায় ৪টি পরিবারকে ঘর নির্মাণ করে দেওয়া হবে। প্রতিটি ঘর নির্মাণে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা করে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ অর্থে ১৩টি টিউবওয়েল এবং ৭টি ওভার ফ্লো বসানোর পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এই কাজে মোট ব্যয় হবে ৪ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

সোনামুড়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন

বিশ্রামগঞ্জ, ২৮ নভেম্বর।। পূর্তদপ্তরের উদ্যোগে সোনামুড়ার বিভিন্ন স্থানে রাস্তা সংস্কারের কাজ চলছে। কর্মসূচি অনুযায়ী বিশ্রামগঞ্জ থেকে তকসা পাড়া পর্যন্ত ১২ কি.মি. রাস্তা প্রশস্থ করার পাশাপাশি সাইড ওয়াল ও ড্রেইন, মেটেলিং এবং কার্পেটিং ইত্যাদি কাজে ব্যয় হবে ৪৭ লক্ষ টাকা। কুলুবাড়ী স্কুল থেকে আড়ালিয়া পর্যন্ত ১ কি.মি. রাস্তা সংস্কারে ব্যয় হবে ১৫ লক্ষ টাকা। সোনামুড়া-নিদয়া রাস্তায় নিদয়া থেকে কাঁঠালিয়ামুড়া পর্যন্ত মেটেলিং, কার্পেটিং ইত্যাদি কাজে ব্যয় হবে ১৫ লক্ষ টাকা। অনুরূপভাবে সোনামুড়া বাজার থেকে কড়লিয়ামুড়া ট্রাইজংশন হয়ে সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েত কার্যালয় পর্যন্ত ২ কি.মি রাস্তা সংস্কারে ব্যয় হবে ১৫ লক্ষ টাকা। মেলাঘর মোটর স্ট্যান্ড থেকে মেলাঘর পুর পরিষদ কার্যালয় পর্যন্ত মেটেলিং, কার্পেটিং, সাইড ড্রেন ইত্যাদি কাজে ব্যয় হবে ১৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে উত্তর তৈবান্দাল থেকে ধনমুড়া পর্যন্ত মেটেলিং, কার্পেটিং, সাইড ড্রেইন ইত্যাদি কাজে ব্যয় হবে ৫০ লক্ষ টাকা। দক্ষিণ লক্ষণঢেপা ট্রাইজংশন থেকে মিল্ক ডায়েরী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারে ব্যয় হবে ৪৫ লক্ষ টাকা। সোনামুড়া পূর্ত বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার এতথ্য জানিয়েছেন।

জম্পুইজলায় কৃষি বনায়ন

জম্পুইজলা, ২৮ নভেম্বর।। বনদপ্তরের উদ্যোগে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এম. জি. এন. রেগার মাধ্যমে জম্পুইজলা ব্লক এলাকায় বিভিন্ন প্ল্যান্টেশনের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে জম্পুইজলা ব্লকের ৬৫ হেক্টর এলাকায় আনারস, আম্রপালি, সুপারি, লেবুর বাগান ইত্যাদি করা হচ্ছে। এতে এলাকার ১১২ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হবেন। এছাড়া, ৪০ হেক্টর এলাকায় গামাই ও সেগুন বাগান, ১০ হেক্টর এলাকায় বাঁশ বাগান করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট ব্লক এলাকায় ৬ কিলোমিটার রোড সাইড প্ল্যান্টেশন করা হচ্ছে। বনদপ্তরের জম্পুইজলা কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

বিশালগড় হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা শিবির ১ ডিসেম্বর

বিশালগড়, ২৮ নভেম্বর।। স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে আগামী ১ ডিসেম্বর বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হবে। শিবিরে চক্ষু রোগীদের চোখ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া ছাড়াও মাইক্রো সার্জারী পদ্ধতিতে চোখের ছানি অপারেশন করা হবে। এই পরিষেবা গ্রহণ করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি অনুরোধ জানানো হয়েছে। এদিকে সম্প্রতি মহকুমা হাসপাতালে আয়োজিত চক্ষু চিকিৎসা শিবিরে ৭৫ জন চক্ষু রোগীর চোখ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ সহ অন্যান্য পরিষেবা দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট মহকুমা হাসপাতাল থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

খোয়াই মহকুমায় কৃষকদের নানা সহায়তা

খোয়াই, ২৮ নভেম্বর।। কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে চলতি অর্থ বছরে খোয়াই মহকুমায় শ্রীপদ্ধতিতে ৪৭০ হেক্টর এলাকায় আমন ধান, ৫০০ হেক্টর এলাকায় বোরোধান চাষ করা হয়েছে। দপ্তর থেকে ২৪ জন কৃষককে এবং হর্টিমিশন স্কীমে ১৪ জন কৃষককে পাওয়ারটিলার ভর্তুকিতে দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ৪২৬৭ জন কৃষককে বিভিন্ন সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে ২৫০ জন কৃষককে স্প্রে মেশিন দেওয়া হয়। এছাড়া, কৃষকদের চাষাবাদের সুবিধার্থে ৫০ টি স্থানে শ্যালো টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কৃষি তত্বাবধায়ক কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

ছামনুতে ৭৪৩ জনকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান

আমবাসা, ২৮ নভেম্বর।। ছামনু প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ১ নভেম্বর থেকে ২৮ নভেম্বর বিভিন্ন গ্রামে ২৯ টি স্বাস্থ্য শিবির এবং সচেতনতামূলক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৭৪৩ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এর মধ্যে ১৬৩ জনের রক্ত পরীক্ষা করে ২১ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবানু পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে তাদের চিকিৎসা করা হয়। এছাড়া, স্বাস্থ্য শিবিরে মা ও শিশুর স্বাস্থ্য রক্ষায় চিকিৎসকগণ বিস্তারিত আলোচনা করেন।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত : সুদীপ দত্ত ভৌমিকের পরিবারকে ১০ লক্ষ টাকা সহায়তা

আগরতলা, ২৮ নভেম্বর।। আজ মন্ত্রিসভার বৈঠকে প্রয়াত সাংবাদিক সুদীপ দত্ত ভৌমিকের পরিবারকে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে দশ লক্ষ টাকা এক কালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে মহাকরণে সাংবাদিকদের এই সংবাদ জানান তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ভানুলাল সাহা। তথ্যমন্ত্রী জানান, শারীরিক প্রতিবন্ধীদের জন্য কৃষি দপ্তরে একটি এগ্রি-অ্যাসিস্ট্যান্ট ও একটি গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠকে। তথ্যমন্ত্রী আরও জানান, সিপাহীজলা জেলায় পশ্চিম টাকারজলার মধ্য ঘনিয়ামারাতে একটি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করার জন্য রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে ২৪.২৪ একর জায়গা বিনামূল্যে দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে মন্ত্রিসভার বৈঠকে।

তেলিয়ামুড়ায় চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত

খোয়াই, ২৮ নভেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা অন্ধত্ব নিবারণী সমিতির উদ্যোগে আজ তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে চক্ষু চিকিৎসা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে চক্ষু বিশেষজ্ঞগণ ৭০ জন চক্ষু রোগীর চোখ পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ প্রদান করেন। এরমধ্যে ১৫ জন চক্ষু রোগীর ছানি সনাক্ত করে বিণামূল্যে ছানি অপারেশনের জন্য আগরতলা আই জি এম হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালের পক্ষ থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

দৌলবাড়ি পঞ্চায়েতে নানা কাজ

সাব্রুম, ২৮ নভেম্বর।। সাতচাঁদ ব্লকের উদ্যোগে গত অর্থ বছরে দৌলবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজ বাস্তবায়নে পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিলে ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ৯৭ হাজার ৫৩৯ টাকা। এর মধ্যে পঞ্চায়েত এলাকার ৩টি রাস্তা সংস্কার, পানীয় জলের সুবিধার্থে ১০টি টিউবওয়েল বসানো হয়েছে। এছাড়া, ৫টি টিউবওয়েল এবং পানীয় জলের ২টি পাইপ লাইন সংস্কার সহ অন্যান্য কাজ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ স্থায়ী কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

বিলোনীয়া, ২৮ নভেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের দারিদ্র দূরীকরণ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা আজ জিলা পরিষদের সভা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি হিমাংশু রায়। উপস্থিত ছিলেন স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় মৎস্য দপ্তরের আধিকারিক জানান, সাম্প্রতিক বন্যায় ৪ হাজার ৬৮ জন মৎস্য চাষী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এতে ৭ কোটি ৩ লক্ষ ৯৩ হাজার ৭০০ টাকা ক্ষতি হয়। রাজনগর ব্লকের বড়পাথরী বাজারে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করে আধুনিক মানের দ্বিতল মৎস্য বাজার নির্মাণ করা হবে। জেলার বিভিন্ন স্থানে ৯২টি পুকুর খননের প্রক্রিয়া চলছে। পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দপ্তরের আধিকারিক জানান, জেলায় ১৭টি ডিপটিউবওয়েল খননের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। এর মধ্যে এখন পর্যন্ত কমিশন হয়েছে ৬টি এবং বাকীগুলির কাজ চলছে। এদিকে আগামী অর্থ বছরে জেলার প্রতিটি ব্লকে ৫টি করে ডিপটিউবওয়েল খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের আধিকারিক জানান, কলাছড়ায় শ্রমিক রেস্ট হাউস নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। জলসেচের জন্য ১৩টি সাব মার্সিবল পাম্প বসানোর কাজ শেষ হয়েছে। আরও ৬৭টি পাম্প বসানোর কাজ চলছে।

ডুকলি ব্লকে ১৫৫ জনকে বিভিন্ন সহায়তা প্রদান

আগরতলা, ২৭ নভেম্বর।। ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ডুকলি ব্লকের ১৫৫ জন সুবিধাভোগীর হাতে সেলাই মেশিন, বাদ্যযন্ত্র এবং বিভিন্ন সহায়তা তুলে দেওয়া হয়। ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির হলে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক রাজকুমার চৌধুরী, ডুকলি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান প্রমিলা রায় সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি তপন দাস, বি ডি ও শিবজ্যোতি দত্ত প্রমুখ।

পঞ্চায়েত উন্নয়ন তহবিল এবং তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের প্রকল্পে ১৫৫ জন দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী সুবিধাভোগীকে ১৭ লক্ষ ২১ হাজার ৭৬০ টাকা ব্যয়ে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৩৩ জনকে সেলাই মেশিন দেয়া হয়েছে। প্রতিটি সেলাই মেশিনে ব্যয় হয়েছে ৭১৯০ টাকা করে। এই বিষয়ে ব্যয় হয়েছে সব মিলিয়ে ২ লক্ষ ৩৭ হাজার ২৯০ টাকা। ১৫টি সাংস্কৃতিক দলকে দেওয়া হয় বাদ্যযন্ত্র, মোট ব্যয় হয়েছে ৪ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা। ৬টি দলকে দেওয়া হয় ঢাক,ঢোল,কাশা। মোট ব্যয় হয়েছে ৯৬ হাজার টাকা। অন্যদিকে, ২৫ জনকে ছাগল পালনের জন্য ১০ হাজার টাকা করে দেয়া হয়েছে। এই খাতে ব্যয় হয়েছে ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। ১৫টি পরিবারকে পোলট্রি পালনের জন্য ১০ হাজার টাকা করে ১ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা এবং হাঁস পালনের জন্য ১৫টি পরিবারকে ৭৫০০ টাকা করে ১ লক্ষ ১২ হাজার ৫০০ টাকা সহায়তা প্রদান করা হয়।

কমলপুর মহকুমায় গড়ে উঠেছে বিভিন্ন পরিকাঠামো

আমবাসা, ২৭ নভেম্বর।। তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের বরাদ্দ অর্থে দুর্গাচৌমুহনী ব্লক সদরে একটি কমিউনিটি হল নির্মাণের কাজ শেষের পথে। এটি নির্মাণে ব্যয় করা হচ্ছে ৮৫ লক্ষ টাকা। অন্যদিকে, বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে রাষ্ট্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা অভিযানের বরাদ্দ অর্থে কমলপুর মহকুমার ফুলছড়ি হাই স্কুলের পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজও শেষের পথে। এটি নির্মাণে ব্যয় হচ্ছে ৪১লক্ষ ২০ হাজার টাকা। সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে কমলপুর আই সি ডি এস প্রজেক্ট কার্যালয়ের দ্বিতল পাকাবাড়ী নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। এর জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের ব্যয় হয়েছে ৩২ লক্ষ টাকা। ধলাই জেলা গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

সোনামুড়া মহকুমায় ভি ভি প্যাট প্রশিক্ষণসূচী

সোনামুড়া, ২৭ নভেম্বর।। সোনামুড়া মহকুমার চারটি বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের ভোটারদের বৈদ্যুতিন ভোট যন্ত্রে ভোটদান করার জন্য এবং ভি ভি প্যাটের ব্যবহার নিয়ে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে প্রশিক্ষণ শিবির চলছে। এই কর্মসূচী অনুসারে আগামী ২৯ নভেম্বর ২০-বক্সনগর বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের ছাতিয়ান টিলা উচ্চ বিদ্যালয়ে এবং কলমচৌরা দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে, ২১-নলছড় তপশিলী জাতি বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের চৌমুহনী উচ্চ বিদ্যালয়, কুমারিয়া কুচা উচ্চ বিদ্যালয় ও কুমারিয়া কুচা অঙ্গনওয়াড়ী কেন্দ্রে, ২২-সোনামুড়া বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের পদ্মঢেপা উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়, মেলাঘর ডেপুটি কালেক্টর অফিস এবং রাজঘাট উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে,২৩-ধনপুর বিধানসভা নির্বাচনী ক্ষেত্রের শান্তিনগর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়, দমদমা নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে এবং দক্ষিণ পাহাড়পুর দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে ভোটারদের প্রশিক্ষণ শিবির হবে। উল্লিখিত ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে সকাল ১০-১২টা, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট থেকে ২টা ৩০ মিনিট এবং বিকেল ৩টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত প্রশিক্ষণ দানের কাজ চলবে। ভোটারদের স্ব স্ব ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত থেকে এই সুযোগ গ্রহণ করার জন্য সোনামুড়ার মহকুমা নির্বাচন নিবন্ধন আধিকারিকের কার্যালয় থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

১০টি জে.এফ.এম.সি.কে মাছ চাষে সহায়তা

খোয়াই, ২৪ নভেম্বর।। খোয়াই মহকুমা বন আধিকারিক কার্যালয়ের উদ্যোগে পদ্মবিল ব্লক এলাকার অন্তর্গত ১০টি জে.এফ.এম.সি.র ২৬টি স্ব-সহায়ক দলকে ৩২.৫ হেক্টর পুকুরে মাছ চাষের মাধ্যমে স্ব-নির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে ১ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। মহকুমা বন আধিকারিক প্রণজিৎ ভৌমিক এতথ্য দিয়ে আরও জানান, ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে মহকুমা এলাকায় বাজেয়াপ্ত কাঠ বিক্রিতে ৬ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা এবং অ-কাষ্ঠ বনজ সম্পদ(বালু,বাঁশ,ছন,গন্ধকী ইত্যাদি) থেকে ২৫ লক্ষ ২০ হাজার রাজস্ব আদায় হয়েছে। এছাড়া, মহকুমা এলাকায় বিভিন্ন স্থানে স্পট ফাইন, লাইসেন্স ইত্যাদি বাবদ ১৮ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা আদায় হয়েছে।

মানিকপুরে ৪২৫ জনকে স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান

আমবাসা, ২৪ নভেম্বর।। মানিকপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ১-১৮ নভেম্বর পর্যন্ত বিভিন্ন গ্রামে ১০টি স্বাস্থ্য শিবির এবং সচেতনতামূলক আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ৪২৫ জনের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় ঔষধ দেওয়া হয়। এরমধ্যে ৪০ জনের রক্ত পরীক্ষা করে ৫ জনের রক্তে ম্যালেরিয়ার জীবাণু পাওয়া যায়। পরবর্তী সময়ে তাদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া, শিবিরে মা ও শিশুর সুস্বাস্থ্য রক্ষায় আলোচনা করেন সংশ্লিষ্ট প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসক ডাঃ অর্জুন দাস, ডাঃ অমর কান্তি ত্রিপুরা এবং স্বাস্থ্য কর্মীগণ।

দামছড়ায় ৭টি জুমিয়া পরিবারকে আদা চাষে সহায়তার উদ্যোগ

কাঞ্চনপুর, ২৪ নভেম্বর।। চলতি অর্থবর্ষে দামছড়া সাব জোনে ৭টি জুমিয়া পরিবারকে সোয়া কানি করে জমিতে আদা চাষের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার লক্ষ্যে সহায়তা করা হবে। এর জন্য প্রতিটি পরিবারকে এস সি এ এবং টি এস পি-তে ব্যয় হবে ১ লক্ষ ৭২ হাজার ৫৫৭ টাকা। এ.ডি.সি.র উত্তর জোনাল কার্যালয় থেকে এতথ্য জানানো হয়েছে।

বকাফা কৃষি মহকুমায় ভর্তুকীতে পাওয়ারটিলার প্রদান

শান্তিরবাজার,২৪ নভেম্বর।। কৃষি দপ্তরের বকাফা কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে কৃষকদের মধ্যে পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়। বিধায়ক বাসুদেব মজুমদার প্রদীপ প্রজ্বলন করে এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। সভাপতিত্ব করেন বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অর্পণ দত্ত। অনুষ্ঠানে বিধায়ক শ্রী মজুমদার কৃষকদেরকে উন্নত প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবং কৃষি দপ্তরের পরামর্শ নিয়ে অধিক ফসল উৎপাদনে এগিয়ে আসার উপর গুরুত্বারোপ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের কৃষি বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বাবুল দেবনাথ, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন রতন দাস, বকাফা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শংকর মজুমদার এবং উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তরের দক্ষিণ জেলার ডেপুটি ডাইরেক্টর দিলীপ দাস ও কৃষি দপ্তরের দক্ষিণ জেলার ডেপুটি ডাইরেক্টর মানিক দেববর্মা প্রমুখ। স্বাগত ভাষণ দেন বকাফা কৃষি তত্ত্বাবধায়ক দেবাশীষ পাল। অনুষ্ঠানে বকাফা কৃষি মহকুমা এলাকার ৪৭ জন কৃষককে ৭৫ হাজার টাকা ভর্তুকীতে ১টি করে পাওয়ারটিলার দেওয়া হয়।

২০১৮ থেকে রাজ্যে সপ্তম শ্রেণীতে মণিপুরী ভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ সম্প্রসারিত হবে

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। রাজ্য সরকার মণিপুরী জনগোষ্ঠীর ছাত্রছাত্রীদের নিজের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করছেন । ২০১২ সালে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকার প্রতিষ্ঠার পর থেকে এই উদ্যোগ শুরু হয়েছে । আজ সন্ধ্যায় শিক্ষা ভবনের ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা অধিকারের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের অধিকর্তা সুবল দেববর্মা একথা বলেন । সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি জানান, ককবরক সহ অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার মতো মণিপুরী ভাষার বিকাশেও এই দপ্তর কাজ করছে । বর্তমানে রাজ্যে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত মণিপুরী ভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা রয়েছে । ২০১৮ সাল থেকে রাজ্যে সপ্তম শ্রেণীতে মণিপুরী ভাষায় শিক্ষাদানের সুযোগ সম্প্রসারিত করা হবে । পরবর্তী সময়ে প্রতিবছর পর্যায়ক্রমে অষ্টম, নবম ও দশম অর্থাৎ মাধ্যমিক স্তর ও উচ্চস্তরে মণিপুরী ভাষার পড়াশুনা করার সুযোগ তৈরী করার চেষ্টা করা হবে । ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার দপ্তরের অধিকর্তা সুবল দেববর্মা এই কাজে সহযোগিতা করার জন্য মণিপুরী ভাষার লেখক, কবি ও উপন্যাসিকদের প্রতি অনুরোধ জানান । সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের উপ অধিকর্তা পিন্টু দাস জানান, রাজ্যে বর্তমানে ২৩টি বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত মণিপুরী ভাষায় পড়াশোনার সুযোগ রয়েছে । এরমধ্যে ২টি জে বি স্কুল, ৮টি এস বি স্কুল, ৪টি হাইস্কুল এবং ৯টি এইচ এস স্কুল । তিনি জানান, ১৯৭৯ সালে মণিপুরী ভাষায় চমথাং নামে প্রথম একটি সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশিত হয় এস সি ই আর টি-র উদ্যোগে। সেই বছরই তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে মণিপুরী ভাষায় ত্রিপুরা চে নামে প্রথম একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক সম্মেলনে জানানো হয় ১৯৯৮ সালে এস সি ই আর টি থেকে মণিপুরী ভাষায় প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণীর জন্য পাঠ্যপুস্তক তখৈল্লৈ প্রকাশিত হয়। ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয় মণিপুরী ভাষায় ব্যাকরণ বই। সাংবাদিক সম্মেলনে দপ্তরের যুগ্ম অধিকর্তা চিত্ত দেববর্মা ও এস ডি সুশান্ত দেববর্মা ও গবেষণা আধিকারিক নির্মাল্য ভট্টাচার্য্য উপস্থিত ছিলেন।

সমবায় দপ্তরের ওয়েব সাইটের উদ্বোধন

আগরতলা, ২৪ নভেম্বর।। আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সমবায় দপ্তরের ওয়েব সাইটের আনুষ্ঠানিক সূচনা করা হয় । এই ওয়েব সাইটের **ঠিকানা হল ঃ** https://www.cooperation.tripura.gov.in । রেজিস্ট্রার অব কো-অপারেটিভ সোসাইটির কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এই ওয়েবসাইটের আনুষ্ঠানিক সূচনা করে সমবায় মন্ত্রী খগেন্দ্র জমাতিয়া বলেন, দপ্তরের এই ওয়েবসাইটের উদ্বোধনের ফলে রাজ্যবাসী তথা সারা বিশ্বের জনগণ সমবায় দপ্তরের বিভিন্ন কাজকর্ম ও এর পরিকল্পনা সহ বিভিন্ন তথ্য ঘরে বসেই অনায়াসে জানতে পারবেন । প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও ডাউনলোড করতে পারবেন । তিনি বলেন, রাজ্যে সমবায় আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৯ সালে স্বস্তি সমবায় সমিতির নিবন্ধীকরণের মাধ্যমে । বর্তমানে রাজ্যে ১৭৯৫টি বিভিন্ন সমবায় সমিতিতে প্রায় ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার সদস্য যুক্ত আছেন । তিনি বলেন, রাজ্যে সমবায় আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করে তোলার লক্ষ্যে নারীদেরকে বেশী করে এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে । সমবায় আন্দোলনের মূল যে উদ্দেশ্য সেই কৃষি ভিত্তিক সমবায়কে আরও প্রসারিত করতে হবে । অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত সমবায় ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান হরিপদ চক্রবর্তী, সমবায় দপ্তরের সচিব কে ডি চৌধুরী, সমবায় নিয়ামক স্বপন কুমার দাস, আই টি দপ্তরের এস আই ও প্রসেনজিৎ পুরকায়স্থ, দপ্তরের ডি আর সি এস নিখিল রঞ্জন চক্রবর্তী, দপ্তরের আধিকারিক মৃদুল চন্দ্র সাহা প্রমুখ আলোচনা করেন । অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন সমবায় দপ্তরের আধিকারিক এম কে সেনগুপ্ত । দপ্তরের এই ওয়েবসাইটে সমবায় সমিতি কি ও ত্রিপুরা রাজ্যে সমবায় আন্দোলনের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তার সঙ্গে বিভিন্ন সমবায় সমিতির কাজকর্মের উপর কিছু ছবি দেওয়া হয়েছে । এখানে থাকছে দপ্তরের মূল উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার তথ্য ও বিগত ২০১৬-১৭ অর্থবর্ষে অর্জিত কিছু সাফল্যের পরিসংখ্যান। এছাড়া রয়েছে অন্যান্য তথ্য।

সাতচাঁদে কৃষি যন্ত্রপাতি প্রদান

সাব্রুম,২২ নভেম্বর।। সাতচাঁদ কৃষি মহকুমা কার্যালয়ের উদ্যোগে কৃষকদের মধ্যে ভর্তুকীতে কৃষি যন্ত্রপাতি বিতরণ করা হয়েছে। সম্প্রতি সাতচাঁদ কৃষি মহকুমা অফিসের সভাকক্ষে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে কৃষকদেরকে ১২৩টি পাওয়ার টিলার, ১১০টি পাম্পসেট দেওয়া হয়। বিধায়ক রীতা কর(মজুমদার) ও বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী- সুবিধাভোগী কৃষকদের হাতে কৃষি যন্ত্রপাতিগুলি তুলে দেন। অনুষ্ঠানে কৃষি মহকুমার কৃষি তত্ত্বাবধায়ক অজয় দেববর্মা জানান, ৯ এইচ পি ১টি পাওয়ার টিলারের মূল্য ১ লক্ষ ৬৮ হাজার টাকা। এতে কৃষি দপ্তর ভর্তুকী দিয়েছে ৭৫ হাজার টাকা। একটি পাম্পসেটের মূল্য ২৭ হাজার টাকা। পঞ্চায়েত সমিতি ও কৃষি দপ্তর মিলে ভর্তুকী দিয়েছে ১০ হাজার টাকা। অনুষ্ঠানে বিধায়কদ্বয় ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাতচাঁদ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মনিকা দাস, দক্ষিণ জেলার কৃষি উপ-অধিকর্তা মনিলাল দেববর্মা প্রমুখ।